**জাতীয় পেশাজীবী মহাসমাবেশ**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, রবিবার, ২১ আশ্বিন ১৪২০, ০৬ অক্টোবর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সংসদ সদস্যগণ,

পেশাজীবী সমন্বয় পরিষদের নেতৃবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

                        আসসালামু আলাইকুম।

শরতের এই স্নিগ্ধ সকালে জাতীয় পেশাজীবী মহাসমাবেশের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

প্রিয় পেশাজীবীবৃন্দ,

আমাদের মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধ, স্বৈরশাসনের উৎখাত, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ একটি গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে আপনাদের অনন্য অবদান আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

আপনাদের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ সংগ্রামী জীবন এবং স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশ পুনর্গঠনে তিনি পেশাজীবীদের যথেষ্ঠ গুরুত্বের সাথে সম্পৃক্ত করেছিলেন।

শিক্ষক, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, চিকিৎসক, সাংবাদিক, আইনজীবী, অর্থনীতিবিদসহ বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিদের সাথে বঙ্গবন্ধুর সর্ম্পক ছিল ঈর্ষনীয়। বঙ্গবন্ধুর বড় সন্তান হিসেবে আমি খুব কাছে থেকে তা প্রত্যক্ষ করেছি। আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন ব্যক্তিগতভাবে আমি, আমার দল ও সরকার বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথেই রয়েছি।

জাতির পিতা যে বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখতেন আমরা সে বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্যই কাজ করছি। তিনি তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে দেশের প্রতিটি সেক্টরের উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা দিয়েছিলেন আমরা সেপথেই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিচ্ছি।

জাতির পিতা বলতেন, ‘‘সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ চাই''। দেশে এ সোনার মানুষ গড়ার জন্য তিনি  বিভিন্ন পেশায় দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির ভিত্তি রচনা করেন।

দেশের পেশাজীবীদের উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ তাঁর দূরদর্শী পরিকল্পনায় যখন এগিয়ে যেতে থাকে তখনই ঘাতকের নির্মম বুলেট তাঁকে স্তব্ধ করে দেয়। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতাকে হত্যার পর থেমে যায় বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা। থেমে যায় গবেষণা, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চ্চা।

সুধিমন্ডলী,

'৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো স্বাধীনতার চেতনাকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। তারা একাত্তরের পরাজিত শক্তিকে বাংলার মাটিতে পুনর্বাসিত করে। সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচার বন্ধ করতে জিয়াউর রহমান ইনডেমিনিটি অধ্যাদেশ জারি করে। তাদের বিদেশী দূতাবাসে চাকুরি দেয়। পুরস্কৃত করে।

১৯৯০ সালে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনে দেশের সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ একতাবদ্ধ হয়। পতন হয় স্বৈরাচারের । জনগণ আশা করেছিল দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। কিন্তু বিএনপি স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি জামাতের সংগে জোট বেঁধে মৌলবাদী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার নীল নকশায় মেতে ওঠে। যুদ্ধাপরাধীদের দেশের মন্ত্রী বানায়। তাদের গাড়ীতে জাতীয় পতাকা তুলে দেয়। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র সেই তিমিরেই থেকে যায়।

দেশের জনগণের ভোট ও ভাতের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে। এ আন্দোলনে পেশাজীবীসমাজসহ দেশের সর্বস্তরের জনগণ সম্পৃক্ত হয়। দীর্ঘ ২১ বছর পরে ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করি। দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগসহ সকলখাতে আবার প্রাণ ফিরে আসে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

২০০১ সালে বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতায় এসে শুরু করে হত্যা ও ধ্বংসের রাজনীতি। তারা আওয়ামী লীগের ২২ হাজার নেতা-কর্মীকে হত্যা করে। জোট সরকারের আমলে হারুন-অর-রশিদ, সরদার শুকুর হোসেন, হুমায়ুন কবির বালু, মানিক চন্দ্র সাহা, শেখ বেলাল উদ্দিন, কামাল হোসেন, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, শহীদ আনোয়ার, সৈয়দ ফারুক আহমেদ, গোলাম মাহফুজ ও নাবিল আব্দুল লতিফসহ ১৬ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তাকে চাকুরিচ্যুত করা হয়। বিভিন্ন পেশাজীবীদের উপর নির্মম নির্যাতন নেমে আসে। বিএনপি-জামাত জোটের কারণেই অগণতান্ত্রিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় জেঁকে বসে।

সুধিবৃন্দ,

জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে আমরা ২০০৯ সালে পুনরায় সরকার গঠন করি। বিএনপি-জামাত জোট আর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অচলাবস্থা কাটিয়ে তুলে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নেই। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বিগত ৫ বছর যাবৎ আমরা জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের উপরে রাখতে পেরেছি। যেখানে স্বাধীনতার ৩৬ বছরে আমাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় দ্বিগুণ হয়েছিল সেখানে গত সাড়ে ৪ বছরে আমরা মাথাপছিু আয় দ্বিগুণ করে ১০৪৪ মার্কিন ডলারে উন্নীত করেছি। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৫ম উচ্চ প্রবৃদ্ধি অর্জনকারী দেশ।

আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে সুষম উন্নয়ন বাস্তবায়ন করেছি। আমরা একটি সর্বজন স্বীকৃত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছি। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ১৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। আমরা ৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় করেছি। শিক্ষাখাতে ব্যাপকভাবে তথ্য-প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে।

আমরা একটি যুগোপযোগী জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি। মেডিক্যাল কলেজ, ডেন্টাল কলেজ, হেলথ টেকনোলজি ইনস্টিটিউট, নার্সিং কলেজ ও নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউটসহ নতুন নতুন সাধারণ এবং বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করেছি। দেশের ৪২১ টি উপজেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়েছে। হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। ১৫ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। স্বাস্থ্যসেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি।

আমাদের কৃষিবান্ধব নীতির কারণে দেশ এখন খাদ্যে প্রায় স্বয়ং সম্পূর্ণ। প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ এবং ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষককে কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকগণ এখন ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খুলতে পারছেন। আমাদের বিজ্ঞানীগণ দেশী ও তুষা পাঠের জীবন রহস্য উন্মোচন করেছেন। জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাতসহ উচ্চ ফলনশীল ৮টি ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। আমরা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্ঠনীর খাতগুলোতে বরাদ্দ বহুগুণে বৃদ্ধি করেছি। মানুষের কর্মসংস্থান বেড়েছে। ৫ কোটি দরিদ্র মানুষ মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে।

আমরা দেশে ২১ হাজার কিলোমিটার সড়ক নির্মাণ করেছি। ১৩ টি বৃহৎ সেতু নির্মাণ করেছি। ঢাকা শহরে মিরপুর এয়ারপোর্ট রোড ফ্লাইওভার, বনানী ওভারপাস, কুড়িল ফ্লাইওভার, হাতিরঝিল প্রকল্প চালু করা হয়েছে। অন্যান্য ফ্লাইওভারগুলোও অচিরেই চালু হবে। ঢাকা-চট্টগ্রাম ও ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়ে চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

দেশে আজ ৬ হজার ৬৭৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপাদন ক্ষমতা ৯,৭১৩ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ৫৭টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। ৩৩টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানাধীন আছে। ৩৪ লাখ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে। দেশে এই প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মানকাজ উদ্বোধন করা হল।

আমরা দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য ও সেবাকেন্দ্র চালু করেছি। মোবাইল ফোনের সিমের সংখ্যা ১০ কোটিতে এবং ইন্টারনেট গ্রাহকসংখ্যা সাড়ে তিন কোটিতে উন্নীত হয়েছে। আমি আশা করি, ২০২১ সালের অনেক আগেই আমরা ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন গঠন করেছি। নতুন ১৬টি টেলিভিশন ও ৭টি রেডিও চ্যানেলের অনুমোদন দিয়েছি। ১৪টি কমিউনিটি রেডিও'র লাইসেন্স দিয়েছি। দেশের গণমাধ্যম এখন সম্পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে কাজ করছে।

দেশে মোট ৫ হাজার ৭৪৫টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৬৩ হাজার ৯৬৩ জন জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। প্রতিটি নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

আমার দেওয়া ‘‘জনগণের ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন'' মডেল জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে। আমরা এমজিডি এ্যাওয়ার্ড, সাউথ সাউথ এ্যাওয়ার্ডসহ অসংখ্য আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছি। আমরা সমুদ্র বিজয় অর্জন করেছি। এভারেস্ট জয় করেছি। প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রিয় পেশাজীবীবৃন্দ,

আমাদের এ অগ্রযাত্রায় আপনাদের অসামান্য অবদান রয়েছে। আপনারা সরকারের রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নেও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন।

বর্তমান সরকার আপনাদের দেওয়া প্রস্তাবনাসমূহ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে সরকারি চাকুরিতে অবসরের বয়সসীমা ৫৯ বছরে উন্নীত হয়েছে। স্থায়ী পে-কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রশাসনকে গতিশীল করার জন্য ইতোমধ্যে ২৬ ক্যাডারের ৩৫টি পদকে ১নং গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে। সাংবাদিকদের জন্য ৮ম ওয়েজ বোর্ড গঠন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যেই ৭৫ ভাগ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করে রোয়েদাদ ঘোষণা করা হয়েছে।

সকল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের চাকুরির বয়সসীমা ৬৫ বছরে উন্নীত করা হয়েছে। ৪০ বছর পর দেশের ২৬ হাজার ১৯৩টি বেসরকারি বিদ্যালয় এবং এর ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮৪৫ জন শিক্ষকের চাকুরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের যথাযথ সম্মান প্রদানের বিষয়টি আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছি।

প্রিয় পেশাজীবীগণ,

আমরা আইনের শাসনকে সমুন্নত রেখেছি। সাধারণ আইনেই সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা হয়েছে। জাতি কলঙ্কমুক্ত হয়েছে। লাখো শহীদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তির জন্যই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রয়োজন ছিল। আমরা সে বিচার করতে সক্ষম হয়েছি। রায় দেওয়া হচ্ছে। রায় কার্যকর করা হবে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে গত সাড়ে চার বছর আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে কাজ করেছি। কোন কোন ক্ষেত্রে নির্বাচনী ওয়াদার চেয়ে বেশী কাজ করেছি। সর্বদা আপনাদেরকে পাশে পেয়েছি। সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে আপনাদের সুখ্যাতি রয়েছে। এদেশের সাধারণ মানুষ আপনাদের মতামতের উপর শ্রদ্ধাশীল থাকেন। আমার প্রত্যাশা, বর্তমান সরকার সারাদেশে যে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড করেছে, সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে সকল অর্জন রয়েছে তা আপনারা জনগণের নিকট তুলে ধরবেন।

দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রাখতে সরকারের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন। কোন অগণতান্ত্রিক শক্তি যাতে আর যাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় না আসতে পারে সেদিকে আপনাদের সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানাই।

আমি আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে আমরা একতাবদ্ধ থাকব। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে আমরা বাংলাদেশকে জাতির পিতার ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত করতে সক্ষম হব।

আমি আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি। সকলকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।